২০১৩ সালের সেরা গেম

স্ট্রাইক স্যুট জিরো

স্ট্রাইক স্যুট জিরো একটি স্পেস ফ্লাইট কমব্যাট গেম। এটি ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে বর্ন রেডি গেমস। এটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে জেড নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি মুক্তি পেয়েছে জানুয়ারির ২৩ তারিখে। এটি আপাতত উইন্ডোজ প্লাটফর্মে মুক্তি দেয়া হলেও লিনআক্স ও ম্যাকওএস প্লাটফর্মের জন্যও মুক্ত করার কাজ করছে গেম ডেভেলপার কোম্পানি। গেমে ইন্টারসেপ্টর, ফাইটারস, বম্বারস ও স্ট্রাইক স্যুট– এ চার ধরনের স্পেস ক্রাফট রয়েছে। অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে প্লাজমা ক্যানন, মেশিন গান, লেজার, রকেট, মিসাইল, হোমিং মিসাইল, শিপ মিসাইল, সোয়ার্ম মিসাইল ইত্যাদি। এয়ারক্রাফটগুলো নিয়ে শত্রুপক্ষের বিশাল করভেট্টে, ফ্রিগেট ও ক্রুজারের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। স্পেস স্টেশনে এয়ারক্রাফট এবং স্টেশনারি ওয়েপন প্লাটফর্ম থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে গেমে। সিমুলেশন ধাঁচের এ গেমটি কিছুটা ভিন্নধর্মী। এর গ্রাফিক্স ও গেমপ্লে বেশ আকর্ষণীয়, কিন্তু সবার কাছে তা ভালো গ্রহণযোগ্যতা পাবে কি না সে ব্যাপারে গেম সমালোচকদের মাঝে দ্বিধা রয়েছে।

স্যার হেমলক'স বিগ গেম হান্ট

বর্ডারল্যান্ডস গেমের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে বের হয়েছিল বর্ডারল্যান্ডস এবং এ গেমটিও বেশ সফল হয়েছে। গেমটির ডেভেলপার হচ্ছে গিয়ারবক্স সফটওয়্যার এবং পাবলিশার হচ্ছে টুকে গেমস। এটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩-এর মডিফাইড ভার্সন। এর কিছু এক্সপানশন বা ডাউনলোডেবল কনটেন্ট মুক্তি পেয়েছে গেমটির দ্বিতীয় পর্ব মুক্তি পাওয়ার পরপরই। এ কনটেন্টগুলো হচ্ছে মেক্রোমেনসার প্যাক, ক্যাপ্টেন স্কারলেট অ্যান্ড হার পাইরেট'স বুটি ও মি. টর্গ'স ক্যাম্পেইন অব কারনেজ। নতুন বের হওয়া ডাউনলোডেবল কনটেন্টটি হচ্ছে স্যার হেমলক'স বিগ গেম হান্ট। ফাস্ট পারসন সায়েন্স ফিকশন ধাঁচের এ শুটিং গেমের গ্রাফিক্স অন্যান্য গেমের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। গেমের গ্রাফিক্সের কাজ অনেকটা কালার স্কেচের মতো, তাই গেমটি খেলার সময় আলাদা স্বাদ পাওয়া যাবে। লুকানো গুপ্তধনের ভাণ্ডার ভল্টের খোঁজে হ্যান্ডসাম জ্যাক নামের সন্ত্রাসীর বিশাল দলের সাথে ক্রিমসন রাইডার গ্রুপ ও ভল্ট হান্টারদের যুদ্ধ নিয়ে গড়ে উঠেছে গেমের কাহিনী। নতুন এক্সপানশনটি বের হয়েছে জানুয়ারির ১৫ তারিখে।

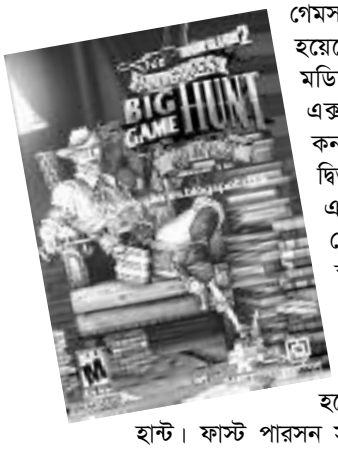

ডেভিল মে ক্রাই

গেমের জগতে দান্তে এক অবিস্মরণীয় নাম। ডেমন ও অ্যাঞ্জেল উভয়ের শক্তিতে শক্তিশালী এ পরাক্রমী যোদ্ধার ডেমন হান্টার হিসেবে গড়ে ওঠার কাহিনী নিয়ে বানানো হয়েছে নতুন গেম। এটি ডেভিল মে ক্রাই সিরিজের আদিপর্ব হিসেবে বানানো হয়েছে। এতে দান্তের জীবনের অজানা কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। গেমে ডেমনদের রাজা মুণ্ডুসের বিরুদ্ধে ঘোরতর লড়াইয়ে নামতে হবে দান্তে ও তার ভাই ভার্জিলকে। তাদের ডেমন বাবা স্পার্ডা ও অ্যাঞ্জেল মা ইভের মৃত্যুর বদলা এবং মানবজাতিকে ডেমনদের কব্জা থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের দু'ভাইকে মুণ্ডুসের পিশাচ বাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে। গেমটি বেশ চমকপ্রদ এবং দুর্দান্ত হয়েছে। গেমটি কনসোলের জন্য ডেভেলপ করেছে নিনজা থিওরি এবং পিসির জন্য ডেভেলপ করেছে কিউএলওসি। এটি পাবলিশ করেছে বিখ্যাত পাবলিশার কোম্পানি ক্যাপকম। এটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ৩ গেম ইঞ্জিন। তাই গেমের গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলী বেশ সুন্দর হয়েছে। গেমটি কনসোলে মুক্তি পেয়েছে জানুয়ারির ১৫ তারিখে এবং পিসির জন্য মুক্তি পেয়েছে ২৫ তারিখে।

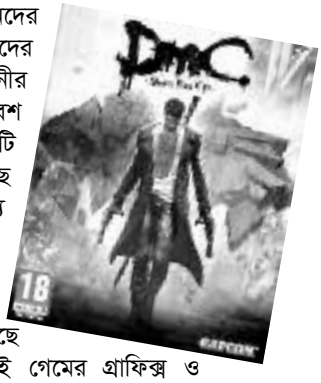

ডেড স্পেস ৩

ভীতিকর গেমগুলোর মধ্যে ডেড স্পেস সিরিজের গেম বেশ নামকরা। অন্ধকার পরিবেশ, পিলে চমকে দেয়া আওয়াজ, হঠাৎ করে সামনে ভীতিকর প্রাণীর উপস্থিতি, রক্তারক্তি ও ভুতুড়ে আবহ গেম সিরিজটিকে অন্যান্য ভুতুড়ে গেমের মাঝেও নিজের আলাদা পরিচয় বানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। নতুন গেমে ভয়-ভীতির মাত্রা কিছুটা কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেম ডেভেলপার-রা, যাতে তা আরো উপভোগ্য হয়। ভৌতিক গেমগুলোর মধ্যে সেরা গেমের তালিকায় থাকা এ গেমের নতুন পর্বে বেশ কিছু চমক অপেক্ষা করছে। সিঙ্গেল প্লেয়ার মোড ও কো-অপ মোডে বেশ কিছু রদবদল করা হয়েছে। ডেড স্পেস ৩ গেমের নির্মাতা হচ্ছে ভিসসেরাল গেমস এবং ইলেকট্রনিক আর্টস। এটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ভিসসেরাল গেম ইঞ্জিন। গেমে আগের নায়ক আইজ্যাকের সাথে নতুন যুক্ত হয়েছে সার্জেন্ট জন কারভেন। থার্ড পারসন শুটার সারভাইভাল হরর ধাঁচের গেমটি শিগগিরই বাজারে আসতে যাচ্ছে। গেমটি এ বছর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই মুক্তি পাওয়ার কথা।

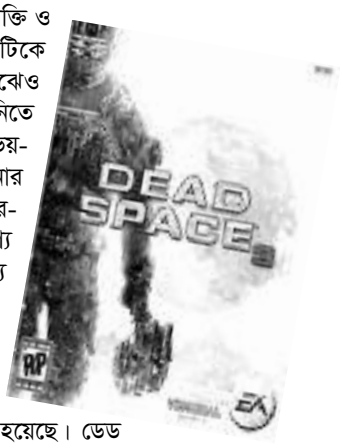

এস কমব্যাট– অ্যাসাউল্ট হরাইজন

ন্যামকো ব্যান্ডাইয়ের পাবলিশ করা গেম এস কমব্যাট বেশ নামকরা ফ্লাইট কমব্যাট গেম। মাইক্রোসফটের ফ্লাইট সিমুলেটর ও হাউক্স গেমের বেশ ভালো প্রতিদ্বন্দ্বী এ গেমটির অ্যাসাউল্ট হরাইজন নামের গেমটি প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্সের জন্য বের হয়েছে ২০১১ সালে। কিন্তু গেমটির পিসি ভার্সন বের হলো জানুয়ারির ২৫ তারিখে। পিসি ভার্সনের নাম দেয়া হয়েছে এস কমব্যাট– অ্যাসাউল্ট হরাইজন এনহ্যান্সড এডিশন। গেমটি ডেভেলপ করেছে প্রজেক্ট এসেস। গেমে মিয়ামি, পূর্ব আফ্রিকা, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া, ওয়াশিংটন ডিসি ইত্যাদি অনেক স্থানে বিচরণ করতে হবে। মাল্টিপ্লেয়ার মোডে প্যারিস, হনলুলু ও টোকিও ম্যাপ যুক্ত করা হয়েছে। গেমে নতুন গেমপ্লে যুক্ত করা হয়েছে, যার নাম দেয়া হয়েছে ক্লোজ রেঞ্জ অ্যাসাউল্ট। ডগফাইট

মোডে প্লেন নিয়ে প্লেনের সাথে এবং এয়ার স্ট্রাইক মোডে প্লেন নিয়ে মাটিতে থাকা শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হবে। পিসির জন্য গেমের গ্রাফিক্স ও কন্ট্রোলিং আরো উন্নত করে তোলা হয়েছে। গেমটির শ্বাসরুদ্ধকর গেমপ্লে ও গ্রাফিক্সের কারুকাজ চোখে পড়ার মতো।

স্কাইরিম– ড্রাগনবর্ন

রোল প্লেয়িং গেমের মধ্যে দ্য এল্ডার স্ক্রোলস সিরিজের গেম বেশ জনপ্রিয়। গত বছর অ্যাকশন রোল প্লেয়িং গেম হিসেবে খ্যাত উইচার ২-এর একক আধিপত্য ভেঙে সেরা স্থান দখল করে নিয়েছিল দ্য এল্ডার স্ক্রোলস সিরিজের পঞ্চম পর্ব স্কাইরিম। গেমটি বের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মাথায় ৩.৫ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে। স্কাইরিম গেমটির অ্যাড-অন হিসেবে বের হচ্ছে ড্রাগনবর্ন গেমটি। গেমের গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলী এতই প্রাণবন্ত হয়েছে যে গেমটি মিথিক্যাল যুগের কাহিনীনির্ভর কোনো মুভি বলে মনে হবে। নানা ধরনের দৈত্য-দানব, জীব-জন্তু, ড্রাগন ইত্যাদির সাথে মোকাবেলা করে সম্পন্ন করতে হবে অসংখ্য মিশন। প্লেয়ার নিজেই বানাতে পারবে তার জন্য পোশাক, বর্ম, অস্ত্র, খাবার ইত্যাদি। তাই গেমটিতে শুধু মারামারিই নয়, আরো অনেক কিছু করতে হবে, যা অন্যান্য গেমে সাধারণত থাকে না। অনেকের কাছে গেমটি ধীরগতির মনে হতে পারে, কিন্তু যারা রোল প্লেয়িং গেম খেলে অভ্যস্ত তারা বেশ ভালোভাবে টের পাবেন গেমটির মাহাত্ম্য। গেমটি ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে বাজারে আসবে।

ক্রাইসিস ৩

ফাস্ট পারসন শুটিং গেমভক্তদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় গেমের তালিকাগুলোর একটি যে ক্রাইসিস তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একঘেয়ে যুদ্ধভিত্তিক গেমগুলোর মাঝে নতুনত্ব যোগ করে গেমের রোমাঞ্চ এবং উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছিল এ সিরিজের প্রথম গেম। ব্যাপক সাফল্যের কারণ ছিল গেমের মূল ফিচার ন্যানো স্যুট, যা প্লেয়ারকে কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়ে গেম খেলার স্বাদ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। গেম সিরিজটির নতুন পর্ব ক্রাইসিস ৩ বের হতে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারির মাঝের দিকে। এটি ডেভেলপ করেছে ক্রাইটেক ফ্র্যাঙ্কফুট এবং মাল্টিপ্লেয়ার মোড ডেভেলপ করেছে ক্রাইটেক ইউকে। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রাইইঞ্জিন ৩ এবং গেমটি পাবলিশ করেছে ইলেকট্রনিক আর্টস। ২০১৩ সালের প্রত্যাশিত গেমের তালিকায় শীর্ষের দিকে থাকা এ গেমটির জন্য অনেক গেমপ্রেমী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নতুন এ গেমের কাহিনী গড়ে উঠবে নিউইয়র্ক সিটিকে কেন্দ্র করে। দুর্দান্ত এ গেমে যোগ করা হয়েছে আরো অনেক নতুন অপশন, যা আগের কোনো গেমে ছিল না।

টম্ব রাইডার

টম্ব রাইডারের প্রথম আবির্ভাব ঘটে গেমসের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে। এই সিরিজের গেমগুলোর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া ছিল, তাই একে একে বের হয়েছে ৮টি পর্ব। টম্ব রাইডারের তৃতীয় সিরিজের পর থেকে এর নামকরণ শুরু হয়েছিল। তার আগে টম্ব রাইডার ১, ২ বা ৩ এভাবেই বের হতো। চতুর্থ পর্বের নাম ছিল দ্য লাস্ট রেভেলেশন। এভাবে একে একে বাকিগুলোর নাম হচ্ছে ক্রনিক্যালস, দ্য অ্যাঞ্জেল অব ডার্কনেস, লিজেন্ড, এনিভারসারি ও আন্ডারওয়ার্ল্ড। এখন টম্ব রাইডার গেম সিরিজে আনা হয়েছে তিনটি ভাগ। প্রথম পাঁচটি গেমকে ফেলা হচ্ছে প্রথম যুগে এবং লিজেন্ড, এনিভারসারি ও আন্ডারওয়ার্ল্ড নিয়ে হচ্ছে দ্বিতীয় যুগ। তৃতীয় যুগের শুরু হবে ৫ মার্চের দিকে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা গেম টম্ব রাইডার। নতুন যুগের সূচনার কারণে গেমের নাম প্রথম গেমের নামে রাখা হয়েছে। লারা ক্রফটের অতীত নিয়ে বানানো হয়েছে গেমটি। নতুন করে সাজানো এ গেমের ডেভেলপার হচ্ছে ক্রিস্টাল ডায়নামিক্স এবং পাবলিশার হচ্ছে স্কয়ার ইউনিক্স। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিস্টাল ইঞ্জিন।

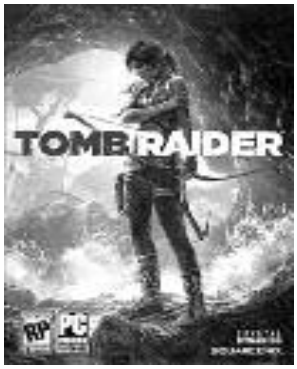

টাইরেন্নি অব কিং ওয়াশিংটন

বহু পুরনো আততায়ী গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার ডেসমন্ড মাইলস। তার জিনে রয়েছে সেই আততায়ীদের বহু অজানা ইতিহাস। পিস অব ইডেন নামের এক আর্টিফ্যাক্ট ধারণ করে আছে অকল্পনীয় শক্তি, যার লোভে সেই ক্রুসেডের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত টেম্পলাররা তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এসাসিন গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে পিস অব ইডেনকে সুরক্ষিত রেখেছে। ডেসমন্ডের স্মৃতির আবডালে লুকিয়ে আছে পিস অব ইডেনের সন্ধান, তাই তাকে এনিমাস নামের এক মেশিনে রেখে তার জিন থেকে পুরনো কাহিনীগুলো ঘেঁটে দেখে পিস অব ইডেনের সন্ধান চায় টেম্পলাররা। প্রথম গেমে ডেসমন্ড এনিমাস মেশিনের সাহায্যে জেরুজালেম, আক্রা ও দামাস্কাসে বিচরণ করে বেড়ায় তার পূর্বপুরুষ অলতেয়ার ইবনে লা-আহাদের বেশে। পরের গেমে রেনেসাঁ যুগের ইউরোপে বিচরণ করে বেড়ায় তার আরেক পূর্বপুরুষ ইজিও অদিতোরে দ্য ফিরেঞ্জের বেশে। তৃতীয় পর্বে কলোনিয়াল যুগে বিচরণ করে রাদোনহাগাইদন নামের আধা ইংরেজ ও আধা মোহাকের বেশে। এসাসিন'স ক্রিড ৩-এর ডাউনলোডেবল কনটেন্ট হিসেবে ১৯ ফেব্রুয়ারির দিকে বের হবে টাইরেন্নি অব কিং ওয়াশিংটন নামের গেমটি।

এলিয়েনস– কলোনিয়াল মেরিনস

এলিয়েনদের নিয়ে বানানো গেমের সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করা যাবে না। একেক কোম্পানি এলিয়েন নিয়ে বিভিন্ন সময় বের করে নানা ধরনের গেম। এলিয়েন নিয়ে রয়েছে অনেক মুভি, কমিক ও উপন্যাস। সেই মুভি ও কমিকসের সাথে কিছুটা মিল রেখে বানানো হয় এলিয়েন সিরিজের গেমগুলো। এলিয়েনের পর এ গেম সিরিজে যুক্ত হয় প্রিডেটররা। এলিয়েন সিরিজের প্রথম গেমের জন্ম ১৯৯৪ সালে। জেমস ক্যামেরনের অসাধারণ ফিল্ম এলিয়েনস মুভির কাহিনীর ধারাবাহিকতায় বানানো হয়েছে কলোনিয়াল মেরিনস নামের গেম। গেমটি ডেভেলপ করেছে গিয়ারবক্স সফটওয়্যার এবং পাবলিশ করেছে বিখ্যাত গেম পাবলিশার ও ডেভেলপার কোম্পানি সেগা। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩-এর উন্নত রূপ রেড রিং। ফাস্ট পারসন শুটিং ধাঁচের এ গেমটি বাজারে আসবে ১২ ফেব্রুয়ারির দিকে।